পাঁচ ফোড়ন

মালা দত্ত

গ্রন্থতীর্থ

সূচিপত্র

ওলো সই	.....	১১
সত্যকাম	.....	১৩
এই জীবন, এই দহন, এ উত্তরণ	.....	২০
সুচেতনা	.....	২৬
অপয়া	.....	৩২
মৌন ভ্যালেন্টাইন	.....	৩৭
নক্কির পাঁচালি	.....	৪০
ফায়ার ফ্লাই	.....	৪৭
সেরোটোনিন	.....	৫৪
লুল্লু	.....	৬০
বসেছে আজ রথের তলায়, স্নান যাত্রার মেলা	.....	৬২
মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ	.....	৬৬
আমি যত এলোমেলো ভুলে অভিধান, বাবা তুমি সময়মত সহজ সমাধান	.....	৭০
মা এর কথা মিলায় যেন, আমার খেলার মাঝে	.....	৭২
অব্যক্ত 'বক্তব্য'	.....	৭৪
কাঠালি চাঁপা	.....	৭৭

ওলো সই

এই কি হয়েছে, কি হলো রে? কোনো উত্তর নেই, আবার উদ্বেগে একই প্রশ্ন। যার উদ্দ্যেশে বলা হলো তার মধ্যে বিশেষ কোনো হেলদোল দেখা গেলো না। শুধু কান পাতলে বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে একটা চাপা ফোঁপানির আওয়াজ ভেসে আসছে। অনুষ্ঠান বাড়ি,সকালে বর কনে এসে গেছে। সকলেই ক্লান্ত, অল্প কিছু আত্মীয় স্বজন সন্ধ্যার পর যারা আছেন, তারা নিজেদের মধ্যে মশগুল, কেউ গল্প করতে, কেউ বা টি ভি দেখতে ব্যস্ত। তাই এই চাপা ফোঁপানির আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছায়নি। বাড়ির গিন্নিমা সব দিক তদারকি করছেন, তাই তার কানেই আওয়াজ টা পৌঁছিয়েছে। তার আদরের গুড়ের গলাই তো। কি হলো বাচ্চা টার, মা বাবা নেই, এতো ছোটো যে কেউ কাজ করার জন্য রাখতে রাজি হয় নি। তাই শেফালির দিদি এই গিন্নিমা র স্মরনাপন্ন, দু বেলা দুমুঠো খেতে তো পারবে এই বাড়িতে, গিন্নীমা আপত্তি করতে পারেননি। সেই থেকে শেফালী এই বাড়িতে। বয়স মেরেকেটে ছয় সাত, সে এখন এবাড়ির সকলের আদরের গুড়ে।

—সেই হাসিখুশি গুড়ের কান্নার আওয়াজ। গিন্নীমা হন্তদন্ত হয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, বড়ো আলো টা জ্বালালেন। একটু আগে তিনিই ক্লান্ত নতুন বউ কে ফাঁকা ঘরে বিশ্রাম নেবার জন্য রেখে গেছিলেন। আর গুড়ে নতুন বউ এর পাশ থেকে কিছুতেই নড়ছিলো না, তাই সেও ছিলো। কিন্ত এসে যা দেখলেন, —সোফায় নতুন বউ এর গা ঘেঁষে বসে গুড়ে কেঁদেই চলেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করাতে কান্না আরো বৃদ্ধি পেলো। এদিকে নতুন বউ এর অবস্থা তো আরো ই তথৈবচ, সে ও বুঝতে পারছে না,তার পাশে বসা বাচ্চা টা হঠাৎ কেনো কেঁদে চলেছে, বিষয় টা সে প্রথমে খেয়াল করতে পারেনি। সে তো নিজের মধ্যেই মগ্ন ছিলো। নিজের ফেলে আসা জীবন, অসুস্থ মা এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখ আপনা থেকেই ভিজে উঠেছিলো, বাচ্চাটা কে তো সে ভাবে লক্ষ করেনি। শাশুড়ি